ডিটেকটিভ শার্লক হোমস

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

ভাষান্তর

মুকুল গুহ

পুনশ্চ

সূচীপত্র

রঙের রহস্য □ ৭

প্রশ্নপত্র চুরি □ ১৮

পাপের বীভৎস শাস্তি □ ৩৬

নীলকান্ত মণির রহস্য □ ৫১

তিন গম্বুজের অভিযান □ ৬৪

সাসেক্সের রক্তচোষা পিশাচ □ ৭৯

তিন গ্যারিডেবের রহস্য □ ৯১

থর ব্রিজের খুন □ ১০৪

চারপেয়ে মানুষ □ ১২৫

বোহেমিয়ার কেলেঙ্কারী □ ১৪২

রঙের রহস্য

আজ সকাল থেকেই শার্লক হোমসকে দেখছি কেমন যেন গা ছাড়া গা ছাড়া ভাব নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে রয়েছে। হোমসকে দার্শনিকের মতন চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেই আমি বুঝতে পারি যে ওর সদাজাগ্রত মন টান টান হয়ে বাস্তব ভূমিতেই অবস্থান করছে, অন্যত্র কোথাও নয়। আমাকে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করে,

—'কি, তার সঙ্গে দেখা হল'?

—'মানে, যিনি এক্ষুণি চলে গেলেন, তার সম্পর্কে বলছ।'

—'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

—'হ্যাঁ, দরজায় দেখা হল।'

—'কি মনে হল ভদ্রলোককে দেখে।'

—'করুণ, একেবারে ভেঙে পড়েছেন মনে হল ভদ্রলোক।'

—'ঠিক বলেছ, ওয়াটসন। করুণ, অসহায়। তবে জীবনটাই তো করুণ আর অসহায় তাই না। আমরা ছটফট করি বটে, কিন্তু শেষমেশ হাতে জোটে ছায়াছবির মতন মরীচিকা তাই না। কিংবা তার চেয়ে খারাপ কিছু দুঃখ কষ্ট।'

—'উনি কি আমাদের ক্লায়েন্ট না কি?'

—'হ্যাঁ, এক অর্থে তাও বলা যায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে ওকে। এই যেমন ডাক্তাররা জবাব দেওয়ার আগে হাতুড়েদের কাছে রোগী পাঠায় না, কতকটা সেইরকম আর কি?'

—'কিন্তু ঘটনাটা কি, কিংবা বলি দুর্ঘটনাটা কি।'

হোমস টেবিলের ওপর থেকে একটা ময়লা গোছের ভিজিটিং কার্ড আমার সামনে তুলে ধরে।

—'জোসিয়া অ্যামবারলি। রঙ তৈরি সংস্থায় প্রাক্তন অংশীদার। একষট্টি বছর বয়সে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। ভবিষ্যতের সংস্থান মোটামুটি ভালই।'

—'মনে তো হয়। কিন্তু ঘটনাটা কি, যে তোমার ডাক পড়ল।'

—'সেই একই কেচ্ছা। অ্যামবারলির একটাই নেশা, দাবা খেলা। দাবা খেলায় ওর সঙ্গী এক তরুণ ডাক্তার ড. রে. আর্নেস্ট। আর্নেস্ট প্রায় নিয়মিত অতিথি ছিল অ্যামবারলিদের বাড়িতে। গত সপ্তাহে ড. আর্নেস্ট এবং মিসেস অ্যামবারলি একসঙ্গে কোথাও চলে গেছেন। কেউ জানে না কোথায়। খোঁজ

নিয়ে অ্যামবারলি দেখেছে যে মিসেস অ্যামবারলি যাওয়ার আগে যাবতীয় কাগজপত্র, টাকাপয়সা সঙ্গে নিয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হল ওই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বার করা যায় কি না। আর সব টাকাপয়সা, কাগজপত্র উদ্ধার করা যাবে কিনা। বিষয়টা জরুরি খুব একটা যে তা ঠিক নয়। কিন্তু অ্যামবারলির সারা জীবনের সঞ্চয় চুরি হয়ে যাওয়ার ফলে বিষয়টি তার কাছে খুবই প্রয়োজনীয়।'

—'তা, তুমি কি করবে ঠিক করলে।'

—'একটা অসুবিধা হয়েছে ওয়াটসন। আমি তো এখন অন্য একটি কেস নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি কয়েকদিন। বাইরে যাওয়া অসম্ভব। অথচ এই কেসটার জন্য লুইসাম-এ যাওয়াটা দরকার। অ্যামবারলি বারবার অনুরোধ করছিল। শেষ পর্যন্ত আমার বদলে অন্য কাউকে পাঠালে ওর আপত্তি নেই বলে ভেবেছিলাম তুমি যদি একটু ঘুরে এসো ওখান থেকে।'

—'খুব একটা কাজ হবে তাতে মনে হয় না, তবে তুমি যখন বলছ, যাব নিশ্চয়ই।'

পরের দিন বিকেলে লুইসামে গিয়ে পৌঁছলাম। দিনে দিনে সেখান থেকে ফেরা কষ্টকর। পরের দিন ফিরে হোমসকে সবিস্তারে বর্ণনা দিলাম।

—'বাড়িটার নাম 'হেভেন'। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। খুঁজে পেতে একটু দেরি হল। আসলে একজনকে জিজ্ঞাসা করে তবেই বাড়িটা পেলাম। লম্বা মতন রোগা, রঙ ময়লা, ভারী গোঁফ কিন্তু শক্তসমর্থ একজন মানুষকে পেয়ে তার কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিলাম 'হেভেন'-এর খোঁজ। বাড়ির গেটেই অ্যামবারলির সঙ্গে দেখা হল আমার। সত্যি বলতে কি হোমস, লোকটাকে একটু অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল আমার। দেখে মনে হচ্ছিল রাজ্যের ভার ওর কাঁধে চেপে বসেছে। আর তাই বেঁকে গেছে ওর কাঁধ। একটু খুড়িয়ে হাঁটছিল।'

—'বাঁ পায়ের জুতো কোঁচকানো, ডান পায়েরটা ঠিক'।

—'না অতটা খেয়াল করিনি।'

—'আমি করেছিলাম। কৃত্রিম পা একটা।' সে যাকগে, বল।'

—'অ্যামবারলি আমাকে দেখেই তার দুঃখের সব গল্প ফেঁদে বসল। চারদিকটা অত্যন্ত আগোছাল, অপরিষ্কার পড়েছিল। অ্যামবারলি সম্ভবত বাড়ি ঘর পরিষ্কার করার কাজেই ব্যস্ত ছিল। জানলা দরজায় রঙ লাগাচ্ছিল বোধহয়, ছাই রঙ লেগেছিল অনেকটাই। যাই হোক অ্যামবারলির কাছ থেকে ঘটনাটার পূর্ণ বিবরণ শুনলাম।' ঘণ্টাখানেক ধরে তার কথা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। ঘটনাটি হল ওরা এখন ওই বাড়িতে থাকে। একটা কাজের মেয়ে ঠিকে কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ঘটনার দিন অ্যামবারলি সিনেমার টিকিট নিয়ে এসেছিল। বউকে সঙ্গে করে সিনেমা দেখবে বলে। সিনেমাতে যাওয়ার একটু আগে মিসেস অ্যামবারলির প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। ফলে তিনি যেতে পারেন না। অ্যামবারলিকে একাই যেতে হয়। এটা অবিশ্বাস করার কারণ নেই, কারণ মিসেসের ব্যবহার না করা টিকিটটা আমাকে দেখায় অ্যামবারলি।'

'এ পর্যন্ত শুনে হোমস খুব খুশি হল মনে হল আমার। বলল,

—'চমৎকার, সত্যিই চমৎকার। তোমার নজর করার দিকটাকে প্রশংসা করতেই হয়। তারপর কি হল। অ্যামবারলির কাছ থেকে ব্যবহার না করা টিকিটটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করনি তুমি। টিকিটটার নম্বরটা লিখে নাওনি।'

—'মজার কথা কি জানো হোমস, টিকিটটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। নম্বরটাও মনে করে

রেখেছি। বেশ গর্বের সঙ্গে বলি আমি—'নম্বরটা হল ৩১। স্কুলে আমার রোল নম্বর ৩১ ছিল বলে মনে করে রাখাও সহজ হয়েছে।

—'চমৎকার ওয়াটসন। তাহলে অ্যামবারলির টিকিটটের নম্বর হয় তিরিশ নয়তো বত্রিশ।'

—'ঠিক বলেছ, আর বি সারিতে।'

—'বেশ ভাল সংগ্রহ করেছ খবর।' যাকগে অ্যামবারলি তোমাকে আর কি কি বলল বল তো।'

—'ও আমাকে ওর স্ট্রংরুমটা দেখাতে নিয়ে গেল। স্ট্রংরুমই বটে। ব্যাঙ্কের ভল্টের মতন। লোহার ভারী দরজা, লোহার গ্রিল লাগানো, চোরের সাধ্য কি ধারে কাছে ঘেঁষে। শুনলাম ওর বউয়ের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল একটা। আর ওরা দুজনে মিলে সাত হাজার পাউন্ড আর শেয়ার কাগজপত্র নিয়ে পালিয়েছে।'

—'শেয়ারের কাগজ। সেগুলো ভাঙাবে কি করে।'

—'অ্যামবারলি পুলিশের কাছে একটা লিস্ট জমা দিয়েছে। আশা করছে যে হয়ত শেষ পর্যন্ত শেয়ার-পত্রগুলো ভাঙাতে পারবে না ওরা। অ্যামবারলি মাঝরাত নাগাদ সিনেমা থেকে ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে চুরির কথাটা জানতে পারে। দরজা জানলা খোলা, আলমারি সিন্দুকে এক কপর্দকও অবশিষ্ট নেই। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোনও খবরই পায়নি এখন পর্যন্ত। সে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেয়।'

হোমস কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে,

—'অ্যামবারলি সেই সময় জানলা দরজা রঙ করছিল বললে না, যখন তুমি ওখানে পৌঁছলে।'

—'হ্যাঁ, প্যাসেজের দিকটা রঙ করছিল তখন। স্ট্রংরুমের দরজা জানলা রঙ করা আগেই হয়ে গিয়েছিল।'

—'ওই রকম পরিস্থিতিতে অ্যামবারলির এরকম ব্যবহার কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি তোমার।'

—'তা কি করে বলি, দুঃখ ভুলে থাকার জন্য কাজই হচ্ছে আসল ওষুধ। অবশ্য এই ব্যাখ্যাটা ওর নিজেরই দেওয়া। লোকটা একটু অপ্রকৃতিস্থ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, আমার সামনেই হিংস্রভাবে ওর স্ত্রীর ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।'

—'বেশ, আর কোনও খবর।'

—'হ্যাঁ, আর একটা জিনিষ আমার চোখে পড়েছে। ফেরার পথে ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ একজনকে দেখে চেনা চেনা মনে হল। একটু পরেই মনে পড়ল এই লোকটাকেই আমি অ্যামবারলির বাড়ির সামনে দেখেছি। লন্ডন ব্রিজে লোকটাকে শেষ দেখি তারপরই ভিড়ে হারিয়ে যায়। লোকটা নির্ঘাৎ আমার পেছু নিয়েছিল।'

—'কোনও সন্দেহ নেই। ...এই ধর ওয়াটসন, লম্বা, ময়লা রঙ, বড় বড় গোঁফ, চোখে হালকা ছাই রঙের সানগ্লাস, পরা লোকটা। কি বল—'

আমি অবাক হয়ে যাই।

—'হোমস। তুমি কি হাত গুনতেও জানো নাকি। হ্যাঁ, ঠিক ওইরকমই দেখতে লোকটা।'

—'আর, আর পাথরের তৈরি টাই পিন পরা, কি বল।'

—'হোমস।'

—'খুব সহজ ওয়াটসন। যাকগে সেসব, বাস্তবে নেমে কাজে লেগে পড়া যাক। দেখ ওয়াটসন, আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে এই কেসটা আমি যতটাই খেলো ভেবেছিলাম ক্রমশই কেসটা তত বেশি যেন আকর্ষণ করছে। এটা সত্যিই যে তোমার এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবকিছুই তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। তবু বলব অকিঞ্চিৎকর যে দুটো একটা বিষয় তোমার নজরে এসেছে এমনকি সেগুলোও আমাকে বেশ ভালভাবেই ভাবিয়ে তুলছে।

চটে গেলাম আমি।'

—'কোন বিষয়টা আমার নজর এড়িয়ে গেছে হোমস।'

—'আরে, রাগ কোর না ভাই। তুমি ভাল করেই জানো যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কটাক্ষ করিনি তোমাকে। আর এটাও ঠিক যে তোমার চাইতে ভাল আর কেউ পারতই না। তবু বলব কয়েকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুমি লক্ষ্য করনি। আচ্ছা এক এক করে ভাবা যাক—

অ্যামবারলির স্ত্রী সম্পর্কে পাড়াপড়শীদের বক্তব্য কি। ওটা জানা জরুরি। তারপর ড. আর্নেস্ট মানুষটা কেমন। তুমি ইচ্ছে করলে আশেপাশের যে কোনও মেয়েই তোমাকে সাহায্য করবে—এই ধর পোস্ট অফিসের মেয়েটা, কিংবা মুচির দোকানের সেলসগার্লটি। অবশ্য আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাই যে 'ব্লু অ্যাঙ্কার' রেস্তোরাঁয় বসে একটা মেয়ের কানে কানে ফিসফিস করে নরম নরম কথা বলছ, আর সেই সঙ্গে গরম কিছু তোমার পিঠে পড়ল, শক্ত কিছু।'

—'সেসব কাজ এখনও করা যেতে পারে।' গাঁইগুঁই করি আমি—'

—'করা হয়ে গেছে। টেলিফোনের যে কি সুবিধা তোমাকে কি বলব। তাছাড়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্যের কথা তো বলেই শেষ করা যায় না। খবরগুলো ওয়াটসন, লোকটা সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছিল সেটাই সঠিক প্রমাণ করল। কঞ্জুষ বলে লোকটার খ্যাতি আছে হে। বেশ কড়া মেজাজের দাপুটে স্বামী হিসেবেও। লোকটা যে বেশ মোটা অঙ্কের ক্যাশ টাকা ওর সিন্দুকে রাখত সেটাও প্রায় নিশ্চিত। এ খবরটাও ঠিক যে ড. আর্নেস্ট প্রায় রোজই অ্যামবারলির সঙ্গে দাবা খেলতে যেত। আর্নেস্ট অবিবাহিত ছিল। খুব সম্ভবত অ্যামবারলির বউয়ের সঙ্গে আর্নেস্টের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এসবই অবশ্য সোজা অঙ্কের হিসেব। সেই হিসেবে নতুন কিছু যোগ করার সুযোগ এখন অন্তত নেই। তবু-তবু। কোথায় যেন খটকা লাগছে হে ওয়াটসন।'

—'জটটা কোথায় মনে হচ্ছে।'

—'আমারই মাথার মধ্যে বোধহয়। থাকগে ছাড়ো ওসব। আজ একটা চমৎকার গানের ফাংশন আছে। চল, তৈরি হয়ে নিই। গান শোনা, বাইরে খাওয়া, স্ফূর্তি করা যাক চল।'

বেশ সকালেই ঘুম থেকে উঠে পড়লাম পরের দিন। কিন্তু হলে ঢুকে টোস্টের টুকরো, ডিমের খোসা দেখে বুঝতে পারলাম যে হোমস তারও আগে ঘুম থেকে উঠেছে। টেবিলে ছোট্ট একটা নোট রয়েছে। অবশ্যই আমার জন্য ঃ

প্রিয় ওয়াটসন,

জন অ্যামবারলির কেসে দুএকটা খবর জানা দরকার। সেটুকু করা গেলেই কেসটার সমাধান করা যাবে, কিংবা করা যাবে না। তুমি অবশ্য বিকেল তিনটে নাগাদ কোনও কাজ রেখ না। ওই সময়টা তোমাকে আমার দরকার হতে পারে।'

এস. এইচ.

সারা দিন হোমসের টিকিটাও দেখা গেল না। কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় বিকেল তিনটেয় হোমস ফিরে এল। গম্ভীর, কিসব চিন্তায় বিভোর রয়েছে। এরকম সময়ে ওকে একা থাকতে দেওয়াই ভাল।

—'অ্যামবারলি কি এসেছিল?'

—'না তো।'

—'ও, আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যে এসে যাবে।'